রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৪ সনের ৪২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৬, ২০১৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭৯—৬০৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫৩—১৩৮০
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৮১—১৯৫০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীক�ৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫৩—৫৪
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ জুলাই ২০১৪

নং **৫৩.০০২.০১১.০০.০০.০১৬.২০০৮-১৭৭**—বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদকে অধিকতর দক্ষ ও পেশাভিত্তিক করার লক্ষ্যে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/কর্মকর্তাদের প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হল ঃ

(১) জনাব হাসান মাহমুদ, এফসিএ

(২) বেগম রায়হানা আনিসা য়ুসুফ আলী, সাবেক এমডি, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

(৩) জনাব মোঃ মামুন আল-রশীদ, যুগ্ম-সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(৪) ড. মুজিব আহমেদ, অধ্যাপক, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিয়ার রহমান
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ জুন ২০১৪

নং **আর-৬/৭এন-২২/২০১৪-১০৯৭**—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে পঞ্চগড় জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা মরহুম মোঃ হাবিবর রহমান, মাতা মরহুমা জামেলা খাতুনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১১০/২০১৩-১০৯৯**—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মাহাবুব মোর্শেদ, পিতা মরহুম এ. কে. মহিউদ্দিন মুনসুরকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (পরি)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ জুন ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-০৩/২০১২-৩৩০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান, পিতা মৃত আঃ ওয়াজেদ শেখ, গ্রাম জ্ঞানপাড়া, ডাকঘর নাচনাপাড়া, উপজেলা পাথরঘাটা, জেলা বরগুনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার ০২নং নাচনাপাড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ৩০ জুন ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-৬৭/২০০৪-৩৩৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ এনামুল হক, পিতা মৃত আব্দুস সামাদ, মাতা মিসেস সুফিয়া বেগম, গ্রাম নিথক, ডাকঘর গোড়ল, উপজেলা কালীগঞ্জ, জেলা লালমনিরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ০৭নং চলবলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং **বিচার-৭/২এন-৭১/৭৪(অংশ-১)-৩৪০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আনছারুল ইসলাম, পিতা মৃত মজিবুর রহমান, মাতা মোছাঃ ছাফিয়া খাতুন, গ্রাম বাহাদুরপুর, ডাকঘর বেগম রোকেয়া স্মৃতি, উপজেলা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ০৩নং পায়রাবন্দ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ০১ জুলাই ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-০৫/২০১৪-৩৪৩**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সত্যেন্দ্র নাথ বর্মন, পিতা মৃত আনন্দ মোহন বর্মন, মাতা

মৃত দৈক্ষ্য রানী, গ্রাম রাধানগর, ডাকঘর রাধানগর, উপজেলা আটোয়ারী, জেলা পঞ্চগড়) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং **বিচার-৭/২এন-০৫/২০১৪-৩৪৪**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব হীরেন চন্দ্র রায়, পিতা মৃত উজান্তর রায়, মাতা ললিতা রানী রায়, গ্রাম দানাগছ, ডাকঘর মাঝিপাড়া, উপজেলা তেঁতুলিয়া, জেলা পঞ্চগড়) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং **বিচার-৭/২এন-০৫/২০১৪-৩৪৫**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব নির্মল কুমার শর্মা, পিতা সুধীন চন্দ্র শর্মা, মাতা ইভা রানী শর্মা, গ্রাম সুন্দর দিঘী শিবেরহাট, ডাকঘর সুন্দরদিঘী, উপজেলা দেবীগঞ্জ, জেলা পঞ্চগড়) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং **বিচার-৭/২এন-০৫/২০১৪-৩৪৬**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব পরেশ চন্দ্র বর্মন, পিতা সুরেন্দ্র নাথ বর্মন, মাতা বিমলা রানী, গ্রাম সর্দার পাড়া, ডাকঘর বটতলী হাট, উপজেলা বোদা, জেলা পঞ্চগড়) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১

আদেশ

তারিখ, ২৬ আষাঢ় ১৪২১/১০ জুলাই ২০১৪

নং **১৪.০০৩.০১১.০০.০০.০০৮.২০১১-১৪৯**—যেহেতু, আপনি জনাব মোখতার আহমেদ, পরিচালক (সঞ্চয় ও বীমা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা ইত:পূর্বে পরিচালক (তদন্ত ও পরিদর্শন), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা, পদের দায়িত্ব পালনকালে আপনার বিরুদ্ধে নিম্নরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছেঃ

২। যেহেতু, আপনি জনাব মোখতার আহমেদ, ইত:পূর্বে পরিচালক (তদন্ত ও পরিদর্শন), ডাক অধিদপ্তর, হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ডাক অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মোমেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য আপনি তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হন, যা একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে আপনার নিযুক্তি বিধিসম্মত ছিল না। একজন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসাবে প্রচলিত বিধি-বিধান সম্পর্কিত এই সাধারণ বিষয়টি আপনার অজানা থাকার কথা নয়;

৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোখতার আহমেদ বিধি বহির্ভূতভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনে জনাব আব্দুল মোমেন চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিসহ পত্র প্রেরণ করেন;

৪। যেহেতু, আপনি জনাব মোখতার আহমেদ, পরিচালক (সঞ্চয় ও বীমা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-এর উক্ত কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, আপনি বিধি বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগের হীন উদ্দেশ্যে আপনার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ ০৫(পাঁচ) বছর কালক্ষেপণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে দুর্নীতি দমন কমিশনে জনাব আব্দুল মোমেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন;

৫। যেহেতু, আপনি উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন এবং শুনানীকালে আপনার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ;

৬। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনা লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক বিষয়টি তদন্ত করার জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

৭। যেহেতু, তদন্ত কমিটি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন;

৮। এক্ষণে, সেহেতু, ভবিষ্যতে আপনাকে কর্মকর্তা সুলভ মার্জিত আচরণ করায় এবং দাপ্তরিক কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। আপনার ব্যক্তিগত শুনানী ও লিখিত জবাব এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত (মামলা নং-১৪.০০৩.০১১.০০.০০.০০৮.২০১১-৩৪; তারিখ: ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ) বিভাগীয় মামলার দায় হতে আপনাকে {জনাব মোখতার আহমেদ, পরিচালক (সঞ্চয় ও বীমা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা} অব্যাহতি প্রদান করা হল।

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ শ্রাবণ ১৪২১/১৬ জুলাই ২০১৪

নং **তম/চলচ্চিত্র/এফডিসি-৫/২০০৪/৪১৯**—বাংলাদেশী চলচ্চিত্র বিদেশে স্যুটিং-এর জন্য যন্ত্রপাতিসহ শিল্পী, কলা-কুশলীদের বিদেশ গমণের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১১-১২-২০১১ তারিখের তম/চলচ্চিত্র/এফডিসি-৫/২০০৪/৬৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে গঠিত 'বিদেশে চলচ্চিত্রের স্যুটিংয়ের অনুমতি প্রদান কমিটি' সংশোধনপূর্বক সরকার নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করলেন ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)

(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নীচে নয়)

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রতিনিধি, বিএফডিসি, ঢাকা

(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন প্রতিনিধি

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি

(৭) প্রশাসক/সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি

সদস্য-সচিব

(৮) উপসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়

২। **কমিটির কার্যপরিধি ও কার্যপ্রণালী:**

(১) এ কমিটি বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের বিদেশে স্যুটিংয়ের অনুমতি প্রদান করবেন;

(২) সদস্য-সচিব প্রযোজকের নিকট থেকে স্যুটিংয়ের প্রয়োজনে বিদেশে গমনের প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রস্তাবের কপি সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করবেন;

(৩) গল্পে ও চিত্রনাট্যে বিদেশে স্যুটিং করার প্রয়োজন আছে কি-না কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবটি পাওয়ার অনিধক ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন;

(৪) স্যুটিংয়ের কাজে প্রযোজক বৈদেশিক মুদ্রা কিভাবে খরচ করবেন তার বিবরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন;

(৫) বিদেশে স্যুটিং-এর বিষয়ে প্রযোজকের পূর্বঅভিজ্ঞতা আছে কি-না তা যাচাই করবেন;

(৬) সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব (চলচ্চিত্র) সভাপতির অনুমোদনক্রমে সভা আহ্বান করবেন;

(৭) নির্ধারিত সভায় উপস্থিত হয়ে প্রস্তাবের বিষয়ে সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব মতামত উপস্থাপন করবেন;

(৮) মতামতের ভিত্তিতে সভায় অনুমতি প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে;

(৯) 'বাংলাদেশী চলচ্চিত্র' বিদেশে চিত্রায়ণের সময় বিদেশী শিল্পীর অংশগ্রহণের বিষয়ে সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর সরকারি কোষাগারে জমাকরণ নিশ্চিত করে অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন;

(১০) সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে তথ্য মন্ত্রণালয় বিদেশে গমনের অনুমতি প্রদান করবেন অথবা প্রস্তাবটি নাকচ করা হলে তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপসচিব।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাস্তবক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ আষাঢ় ১৪২১/৩০ জুন ২০১৪

নং **১৮.০১৭.০০৯.০০.১৫.০০১.২০১৪-১২৭**—বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ BOT ভিত্তিতে পরিচালিত সোনামসজিদ স্থলবন্দরের বিরাজমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

উপদেষ্টা

(১) মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আহ্বায়ক

(২) জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সদস্যবৃন্দ

(৩) পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৪) সিও, ৯ম ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৫) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৬) সহকারী কমিশনার, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৭) সভাপতি, সিএন্ডএফ এজেন্টেস এসোসিয়েশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৮) প্রতিনিধি, পানামা সোনামসজিদ পোর্ট লিংক লিঃ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(৯) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সোনামসজিদ স্থলবন্দর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২। **কমিটির কর্মপরিধিঃ**

(১) সোনামসজিদ স্থল বন্দরের বিরাজমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং উহার সমাধানের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন;

(২) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবেদ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
যুগ্ম-সচিব প্রশাসন-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ জুন ২০১৪

নং **২৫.০১৮.০০৫.০২.০০.০০৪.২০০৯-১১৮**—যেহেতু, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) (রিজার্ভ), মিসেস শফিকা আক্তার ২২-১২-২০০০ তারিখে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) হিসেবে গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ-৫, ঢাকায় যোগদান করেন। তিনি ১৬-০৮-২০০৫ তারিখে ৩ (তিন) বৎসরের অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুরীর জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৫-০৯-২০০৫ তারিখে স্মারক নং-শা-১/২এম-৯/২০০২/১১৪ এর মাধ্যমে ৩ (তিন) বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর ২৭-০১-২০০৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩১-১২-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং এই ছুটি আর বর্ধিত করা হবে না মর্মে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ০১-০১-২০১০ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, মিসেসে শফিকা আক্তার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ)(রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ এর ৩ (সি) উপ-বিধি মোতাবেক "বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion)" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি ও চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। তার আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, মিসেস শফিকা আক্তারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের শাখা-৫/৫সি-৪/২০০৯/৪১৯ সংখ্যক স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(সি) উপ-বিধি অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকুরী হতে অপসারণ (Removal from Service) করা হবে না, তার কারণ দর্শানোর জন্য একই বিধির ৭ এর (৫) ও (৬) উপ-বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের অপরাধ স্বীকার করে উক্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। একই সাথে তিনি ০১-০১-২০১০ তারিখের হতে ৩০-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করেন;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক হয়নি এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মিসেস শফিকা আক্তার-কে সরকারি চাকুরী হতে অপসারণের (Removal from Service) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন-কে অনুরোধ করা হয়। কমিশন মিসেস শফিকা আক্তার-কে সরকারি চাকুরী হতে অপসারণের ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে তাঁর কৃত অপরাধের জন্য তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে অপসারণের প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৩-০৬-২০১৪ তারিখে অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) (রিজার্ভ) মিসেস শফিকা আক্তারকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(সি) উপ-বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরী হতে অপসারণ (Removal from Service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম রব্বানী
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ জুলাই ২০১৪

নং **প্রশা-৬/খুউক-২/৯৭/৩৬২**—খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ ১৯৬১, ই, পি অর্ডিনেন্স ২/৬১ (১৯৬৪ খ্রিঃ সনের ৮নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত) এর ৪নং ধারার ১নং উপ-ধারার "এইচ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জনকে সরকার খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হিসেবে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন ঃ

(ক) জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, মেয়রস প্যানেলের ২নং সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৭, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

(খ) জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-২

শোক বার্তা

তারিখ, ০৬ জুলাই ২০১৪

নং **৫২.০০৬.০০৮.০০.০০.০৫০.২০০৭-৫৭২**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছে যে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিরাজ মিয়া কিডনীজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৬-০৬-২০১৪ তারিখ (১২ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯.৫০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। তিনি গত ১০-০১-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুম মিরাজ মিয়া ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরী জীবনে তিনি পরোপকারী, সদালাপী, বিনয়ী এবং কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

৩। সরকার মরহুম মিরাজ মিয়ার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এলএ কেস নং ৬১জি/১৯৭৭
ফরম ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২৯ আষাঢ় ১৪২১/১৩ জুলাই ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.১৪-২২৮**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ০৭-০৭-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা নাম ভাসু বিহার, জেএল নং ১৪৫, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
৬০	২.৭২
৬৪	০.১৪
১৮২	০.০৪
১৮৩	০.২৫
১৮৬	০.২৮
১৮৭	০.১৫
৪৪১	০.৮০
৪৭৭	০.২২
৪৮২	০.১২
৪৮৩	০.০৫
৪৮৬	০.৪০
৪৮৯	০.৬৫
৬০/১৬২২	০.২৮
	মোট ঃ ৬.১০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ-সচিব।

এলএ কেস নং ২৮/দুই/৭৮-৭৯
ফরম ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২৯ আষাঢ় ১৪২১/১৩ জুলাই ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.৪৩.১৪-২২৯**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ২৭-০৯-৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ পূর্বজগন্নাথপুর, জেএল নং ১২৬, উপজেলা বিরামপুর (পূর্ব ফুলবাড়ী), জেলা দিনাজপুর।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৮৬২	০.৩৭
৮৬৩	০.৪৬

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৮৬৪	১.২৬
৮৬৫	০.০৮
৮৬৬	০.০৯
৮৬৭	১.১৬
	মোট ঃ ৩.৪২ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ-সচিব।

এলএ কেস নং ২৯ মিস/১৯৬৩
ফরম ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২৯ আষাঢ় ১৪২১/১৩ জুলাই ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪০.১৪-২৩০**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২৮-০২-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা গোয়ালজানী, জেএল নং ১৮১, উপজেলা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
৬	০.৪

মৌজা সাতারা আরাজি, জেএল নং ১৫৮, উপজেলা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
২২	০.১০
	সর্বমোট ঃ ০.১৪ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

এলএ কেস নং ০৮ জি/১৯৭৩
ফরম ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২৯ আষাঢ় ১৪২১/১৩ জুলাই ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৮.১৪-২৩১**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ০৩-১০-১৯৭৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ সারিয়াকান্দি, জেএল নং ১৬৭, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৯	০.৪৪
৩০	০.২২
৩৮	০.১৭
৩৯	০.১২
৪০	০.২৫
৪১	০.৬২
৪২	২.০৩
৪৩	০.৩৭
৪৪	০.৩৪
৫৮	০.০৬
৫৯	০.০৩
৬০	০.১৩
৭৫	০.১৯
৭৬	০.৩৯
৭৭	০.৩২
	মোট ঃ ৫.৬৮ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ-সচিব।

এলএ কেস নং ০৯/১৯৭৭-৭৮
ফরম ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২৯ আষাঢ় ১৪২১/১৩ জুলাই ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.৩৫.১৪-২৩২**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ০৯-০৪-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ গংগাচড়া, জেএল নং ৩৭, উপজেলা গংগাচড়া, জেলা রংপুর।

দাগ নং (সিএস)	দাগে অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একর)
২৪৬	০.০২ আংশিক
২৪৭	০.১৫ আংশিক
২৪৮	০.২৫ পূর্ণ
২৪৯	০.২০ আংশিক
২৫০	০.১২ আংশিক
২৫১	০.০১ আংশিক
২৫৮	০.০১ আংশিক
২৫৯	০.২৪ আংশিক
২৭৭	০.০৭ আংশিক
২৮০	০.৩০ আংশিক
২৮১	০.৪৮ আংশিক
২৮২	০.২৪ আংশিক
২৮৩	০.১৮ আংশিক
২৮৪	০.১২ আংশিক
২৯২	০.০৭ আংশিক
২৯৩	০.০১ আংশিক
৩০২	০.৩৩ আংশিক
৩০৩	০.৪০ আংশিক
৩০৪	০.০৮ আংশিক
৩০৫	০.০২ আংশিক
৩৭৫	০.১৮ আংশিক
৩৭৬	০.১০ আংশিক
৩৭৭	০.১৪ পূর্ণ
৩৭৮	০.১৪ আংশিক
৩৮১	০.০৩ আংশিক
৩৮২	০.২৪ পূর্ণ
৩৮৩	০.৫৫ আংশিক
৩৮৪	০.০৭ আংশিক
৩৯৪	০.০৬ আংশিক
৩৯৫	০.০৭ আংশিক
৩৯৬	০.২৩ পূর্ণ
৩৯৭	০.১১ পূর্ণ
৩৯৮	০.১৮ পূর্ণ
৩৯৯	০.১৩ আংশিক
৪০৪	০.০২ আংশিক
৪০৬	০.০৭ আংশিক
৪০৭	০.২৫ আংশিক
৪০৮	০.১৮ পূর্ণ
৪০৯	০.২১ পূর্ণ
৪১০	০.১৮ পূর্ণ
৪১১	০.১৩ পূর্ণ
৪১২	০.১৫ পূর্ণ
৪১৩	০.০৯ আংশিক
৪১৪	০.১৩ পূর্ণ
৪১৫	০.০৫ আংশিক
৪১৭	০.০৫ আংশিক
৪১৮	০.৩১ আংশিক
৪২৩	০.১০ আংশিক
৪২৪	০.৯৪ আংশিক
৪২৫	০.২২ আংশিক
৪৪১	০.০৪ আংশিক
৪৪২	০.৬৪ আংশিক
৪৪৩	০.৬৪ আংশিক
৪৪৪	০.০৭ আংশিক
৪৫৫	০.০৭ আংশিক
৪৫৭	০.৩০ আংশিক
৪৫৮	০.৩৪ আংশিক
৪৫৯	০.২৫ পূর্ণ
৪৬১	০.৪২ পূর্ণ
৪৬২	১.৭৫ আংশিক
৪৬৩	০.২২ পূর্ণ
৪৬৪	০.৩৭ পূর্ণ
৪৬৫	১.২৫ আংশিক
৮০৩	০.০৪ আংশিক
১১৯৫	০.১২ আংশিক
১১৯৬	০.০৬ পূর্ণ
	সর্বমোট=১৫.১৯ একর।

জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ-সচিব।

অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৫ জুন ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.১৪৪.১২-৪৬৪**—নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০১-২০১৪ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০৩.০০.০০৪.২০১২-১৯ নং স্মারকে এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ১৮-০৫-২০১৪ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/ভূমি-০৩/৯৫(অংশ)/১১৬ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা অফিসে ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী ০১ (এক) টি পদ ২৯-১১-২০১১ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে নিম্নবর্ণিত শর্তে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ—

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী	বেতন নির্ধারনের শর্ত/ভিত্তি
(১)	ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী ০১ টি	৪৭০০—৯৭৪৫ (১৬নং গ্রেড)	নিয়োগের যোগ্যতা ঃ The Recruitment Rules for the Upzila Revenue Officers and Staff (Management Side) Rules, 1985 অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।

২। ইহাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সম্মতি রয়েছে।

৩। উক্ত পদটি মানবিক বিবেচনায় সৃজন করা হলো। ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য রাজস্ব ভূমি অফিসের জন্য উল্লিখিত পদ সৃজনকে নজির হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৪। বর্তমান সৃজনকৃত পদে কর্মরত কর্মচারীর অবসর/মৃত্যু/পদত্যাগ জনিত কারণে শূণ্য হলে পদটি বিলুপ্তি বলে গণ্য হবে।

৫। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি,ও জারী করা হলো।

এ, টি, এম, মোস্তফা কামাল
উপ-সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১০ আষাঢ় ১৪২১/২৪ জুন ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৯৮.২০১০-১৪৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে,এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	রাজাপুর	০৩	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(২)	রাই কাইল	১৪	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৩)	তরঙ্গ	২৯	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৪)	চক্রবানী	৩২	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৫)	তেরাদল	৬৭	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৬)	সানেশ্বর	১৩১	বিয়ানীবাজার	সিলেট
(৭)	আতাপুর	০৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮)	বিলগুঞ্জরী	০৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৯)	লামুয়া	১০	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১০)	বেতরী	১১	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১১)	সাটিয়া	১৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১২)	জগতপুর	৪৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৩)	সানন্দপুর	৪৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৪)	পরাশী মহল	৪৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৫)	নোয়ারাই	৪৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৬)	ভাদগাও	৫২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে,এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১৭)	তরুকগাও	৫৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৮)	দামিয়া	৫৯	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(১৯)	লালাপুর	৬৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২০)	ফতেপুর	৮৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২১)	পেড়াকান্দি	১১৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২২)	রামপুর	১২৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৩)	ধনদাস	১২৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৪)	সাতবাগ	১২৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৫)	জাজুয়া	১৩৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৬)	কদুপুর উত্তর	১৩৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৭)	সিতাশ্রী	১৪৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৮)	কোনাগাঁও	১৫২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৯)	ঝাকান্দি	১৬০	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩০)	সোনগড়ি	১৬৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩১)	গয়ঘড়দক্ষিণ	১৭১	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩২)	বরানপুর	০৮	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৩)	পাহাড়তলী	০৯	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৪)	গন্ধর্ব্ব পুর	১৭	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৫)	শাসনদিগর ১ম খন্ড	২৫	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৬)	রাজাপাড়া	৩১	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৭)	জিলাদপুর	৩৯	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৮)	আসীদুন	৪০	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৩৯)	নয়ানশ্রী	৪৮	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪০)	মনারগাও	৪৯	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪১)	বাঘলপুর	৫৪	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪২)	মিরনগর	৫৫	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৩)	রাজাপুর	৫৮	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৪)	সিরাজনগর	৫৯	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৫)	ইছবপুর	৬৩	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৬)	বালিশিরা পাহাড় ব্লক-৩	৭১	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৭)	বালিশিরা পাহাড় ব্লক-১	৭৩	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৮)	টিকরিয়া	৭৬	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৯)	লাহারপুর	৮২	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫০)	হুগলিয়া	৯০	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫১)	তেলীআব্দা	৯৩	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫২)	চিমাইলত	৯৫	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫৩)	খলিলপুর	৯৮	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫৪)	সাইটুলা	৯৯	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫৫)	লাখাইছড়া টি-গার্ডেন	১০০	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৫৬)	ওইহার সাহী	৭১	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৭)	সমসপুর	৯৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৮)	দক্ষিণ মিরপুর	১৪৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৫৯)	গছীখাই	১৫৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৬০)	ইসমাইল চক	১৮৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে,এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৬১)	মুরাদপুর	২২৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৬২)	কিশোরপুর	২২৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৬৩)	মিলিক	২৪১	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৬৪)	ছোট শেওরা	২৪৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(৬৫)	সুজাপুর	২৬	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৬৬)	মানিকদহ	২৮	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৬৭)	আলীপুর বাদে	৩১	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৬৮)	নওয়ারচর	৩৩	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৬৯)	হাসিমপুর	৩৫	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭০)	কামালপুর	৪৪	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭১)	কামালপুর চক ১ম	৪৬	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭২)	উমেদনগর	৫০	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭৩)	মথুরাপুর	৬৩	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭৪)	পানগাঁও	৬৬	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭৫)	শরিপপুর	৬৯	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭৬)	দক্ষিণ নাগেরগাঁও	১৩২	দিরাই	সুনামগঞ্জ
(৭৭)	কুমারশনা	৪০	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৭৮)	শমসপুর	৮১	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৭৯)	পরিচ্ছেদ	১২১	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮০)	খাটওয়ার	১২৪	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮১)	প্রতাপপুর	১২৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮২)	গোবিন্দপুর	১৬৬	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮৩)	রাজাবাদ	১৮৫	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮৪)	করিমপুর	১৯০	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮৫)	কবিরপুর	২১২	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮৬)	রাহাতপুর	২৩৪	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৮৭)	জিয়াপুর	৩৮	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৮৮)	উত্তর উমরপুর	১১১	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ

তারিখ, ২৫ আষাঢ় ১৪২১/৯ জুলাই ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৫৫.২০১০-১৬০—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	মহেশখালী পাহাড়	১২	মহেশখালী	কক্সবাজার

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৮৯.২০১০-১৬১—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বেনাপোল	৪৮	সারসা	যশোর
(২)	বন্দবিলা	১৯	বাঘারপাড়া	যশোর
(৩)	ধান্যপুরা	৩৫	বাঘারপাড়া	যশোর

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৪)	রামকৃষ্ণপুর	৬৩	বাঘারপাড়া	যশোর
(৫)	সদুল্যাপুর	৮৪	বাঘারপাড়া	যশোর
(৬)	সুখদেবপুর	১১৪	বাঘারপাড়া	যশোর
(৭)	মামুদপুর	১২৯	বাঘারপাড়া	যশোর
(৮)	নিয়ামতপুর	৩১	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(৯)	ঘিঘাটী	৪১	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১০)	ছোট ঘিঘাটী	৪৩	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১১)	ধলা	৪৬	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১২)	তিল্লা	৫০	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৩)	মান্দারবাড়িয়া	৫৪	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৪)	বড় ধোপাদী	৫৫	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৫)	চাঁন্দপাড়া	৫৯	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৬)	খামার মুন্দিয়া	৭১	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৭)	বার পাখিয়া	৮৬	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৮)	খাঞ্জাপুর	৯৫	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(১৯)	লাটপাড়া	১০২	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২০)	বড় বায়সা	১০৫	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২১)	রামচন্দ্রপুর	১০৬	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২২)	পারখালকোলা	১০৯	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২৩)	জটারপাড়া	১২৮	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২৪)	ইনাতপুর	১৩৪	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২৫)	বরাট	১৬১	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২৬)	মহিষাহাটী	১৭৯	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(২৭)	দুর্গাপুর বৌটিকা	১০০	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(২৮)	কমলাপুর	১৫২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(২৯)	মালিপাড়া রহিমপুর	০৩	হরিণাকুন্ডু	ঝিনাইদহ
(৩০)	রামনগর	১৫	হরিণাকুন্ডু	ঝিনাইদহ
(৩১)	পোড়াহাটী	৪৯	হরিণাকুন্ডু	ঝিনাইদহ
(৩২)	নিজপলাসী	১৬২	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
(৩৩)	আলুকদিয়া	৭১	সালিখা	মাগুরা
(৩৪)	ঘোষগাতি	৯১	সালিখা	মাগুরা
(৩৫)	রামকান্তপুর	৬২	সালিখা	মাগুরা
(৩৬)	হাঁসাইখোলা	৯৯	সালিখা	মাগুরা
(৩৭)	দীঘী	৬৬	সালিখা	মাগুরা
(৩৮)	দরিখাটোর	৯৬	সালিখা	মাগুরা
(৩৯)	কাতলি	৫৯	সালিখা	মাগুরা
(৪০)	তেলিগাতি	২৪	লোহাগড়া	নড়াইল
(৪১)	চোরখালি	৬৬	লোহাগড়া	নড়াইল
(৪২)	সিঙ্গা	৯৩	লোহাগড়া	নড়াইল
(৪৩)	রামেশ্বরপুর	৯৯	লোহাগড়া	নড়াইল
(৪৪)	ভাটপাড়া	১২৪	লোহাগড়া	নড়াইল
(৪৫)	চালীতাতলা	৫০	কালিয়া	নড়াইল

তারিখ, ২৪ আষাঢ় ১৪২১/৮ জুলাই ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-১৫৫—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	সুয়াদী	৪১	ভাংগা	ফরিদপুর
(২)	ডিক্রী চর চাঁদপুর	২০৫	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৩)	খোষবাড়ী	১৮	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪)	কৈজুরী	৭০	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৫)	বেলগাছি চাঁদপুর	৩৩	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৬)	মজলিসপুর	২০৯	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৭)	মতিয়াগাছি	১৭৭	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৮)	হাট বাড়িয়া	১৭	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৯)	জীবন নালা	১৯৪	পাংশা	রাজবাড়ী
(১০)	হাটগ্রাম	২৫৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(১১)	ছলেনামা	৪৭	শিবচর	মাদারীপুর
(১২)	দোতারা	৯৩	শিবচর	মাদারীপুর
(১৩)	উৎরাইল	৩০	শিবচর	মাদারীপুর
(১৪)	সোলাপুর	৩৪	শিবচর	মাদারীপুর
(১৫)	বৈকুণ্ঠপুর	৮৯	শিবচর	মাদারীপুর
(১৬)	ছোট বয়রাতলা	৪৩	শিবচর	মাদারীপুর
(১৭)	পশ্চিম ঘুঙ্গেকুল	৬৫	কালকিনি	মাদারীপুর
(১৮)	উত্তর ছয়গাঁও	১৩১	কালকিনি	মাদারীপুর
(১৯)	চর ফতে বাহাদুরপুর	১০৫	কালকিনি	মাদারীপুর
(২০)	মহিষ মারীর চর	১৪৪	কালকিনি	মাদারীপুর
(২১)	কালীনগর	৯৭	কালকিনি	মাদারীপুর
(২২)	চাপ্তা খলিসাখালী	৮৯	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(২৩)	ফুকরা	৯৬	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(২৪)	রামশীল পহরের বাড়ী	২০	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(২৫)	লক্ষিনারায়নাপুর কদমতলী	৪৮	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৬)	ঝিকরকাটি	১৩	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(২৭)	সামন্তসার	৫৭	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুর্শিদা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও পাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ আষাঢ় ১৪২১/১০ জুলাই ২০১৪

নং ৩৩.০১.০০০০.১১৮.১৮.০০৪.০৬.৩১৭—ঢাকা চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থাপ্রধান এবং সামাজিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে এ মন্ত্রণালয়ের গত ২২-০২-২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপ্রাম/প্রাস-২/চিড়িয়াখানা-০৪/২০০৬ (অংশ-১)/৬৫ মূলে গঠিত "ঢাকা চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা কমিটি" পুনর্গঠন করে নিম্নরূপভাবে 'ঢাকা চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৫ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য।

(৩) জনাব আসলামুল হক, মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৪, মিরপুর, ঢাকা (ঢাকা চিড়িয়াখানার সংসদীয় এলাকা)।

(৪) জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ, মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৬।

(৫) এডভোকেট তারানা হালিম, মাননীয় সংসদ সদস্য

(৬) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৭) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৮) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৯) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(১০) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(১১) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

(১২) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

(১৩) মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

(১৪) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

(১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

(১৬) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

(১৭) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

(১৮) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

(১৯) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

(২০) চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

(২১) চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসা

(২২) চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(২৩) প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

(২৪) যুগ্ম-সচিব (প্রাস), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২৫) জেলা প্রশাসক, ঢাকা

(২৬) পুলিশ কমিশনার, ডি.এম.পি, ঢাকা

(২৭) পরিচালক, শিশু একাডেমী, ঢাকা

(২৮) বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারী অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

(২৯) বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৩০) বিভাগীয় প্রধান, জেনেটিক্স এন্ড ব্রিডিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

(৩১) জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

(৩২) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আই.ইউ.সি.এন, বাংলাদেশ, হাউজ নং-১১, রোড নং-১৩৮, গুলশান, ঢাকা।

(৩৩) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ বাংলাদেশ।

(৩৪) জনাব এনাম আল্ হক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব, ঢাকা।

(৩৫) জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

(৩৬) ডাঃ মোছাদ্দেক হোসেন,সাবেক কিউরেটর ও সাবেক মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৩৭) কিউরেটর, ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) চিড়িয়াখানার সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান;

(খ) চিড়িয়াখানার কোন প্রজাতির কত সংখ্যক পশু-পাখি থাকবে তা নিরূপণ;

(গ) প্রকৃত চিত্তবিনোদন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করার জন্য চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) বিভিন্ন পশু-পাখির শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান;

(ঙ) বাংলাদেশের অবলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি সংগ্রহ করে চিড়িয়ানায় তাদের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে, এফ, এম, জেসমীন আখতার
উপ-সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৮ আষাঢ় ১৪২১/২২ জুন ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৪৩.১৩-২২৫—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান (১৭১৫৬), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমান গবেষণা কর্মকর্তা পদে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা গত ১৩-০৫-২০১৩ তারিখে প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিসহ দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুরে পদায়ন করা হয়। তিনি পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। ২৭-০২-২০১৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে অভিযোগের বিপক্ষে তিনি যথাযথ তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় তাকে "সতর্ক" করে অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাকে "সতর্ক" করা হ'ল এবং তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে (১৩-০৫-২০১৩ তারিখ হতে ২০-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হ'ল।

তারিখ, ২৪ আষাঢ় ১৪১/৮ জুলাই ২০১৪

নং শিম/শাঃ৭/বিভাগীয় মামলা-১৬/২০১১/২৫৪—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন খন্দকার (১৬৫৫৬), প্রভাষক (অর্থনীতি), প্রেষণে সহকারী পরিচালক, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা গত ০৪-০৪-২০১০ হতে ০৩-০৬-২০১০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬১ দিন অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি নিয়ে বিদেশ গমন করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরকে তাঁর বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণীসহ কারণ দর্শানো নোটিশটি জারি করে রিটার্ন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসক জানান যে, "অভিযুক্ত কর্মকর্তা দেশের বাহিরে থাকায় কারণ দর্শানো নোটিশ ফেরত আসে"। অতঃপর বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রাপক দেশের বাহিরে থাকায় নোটিশটি ফেরত আসে;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন খন্দকার এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্টপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন খন্দকার (১৬৫৫৬), প্রভাষক (অর্থনীতি), প্রেষণে সহকারী পরিচালক, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

শাখা-১৪ (মাদ্রাসা)

আদেশ

তারিখ, ২৩ আষাঢ় ১৪২১/৭ জুলাই ২০১৪

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮/১৪৭—আর্দিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৫০ টি অস্থায়ী পদের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৪ হতে ৩১-০৫-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণ এবং যানবাহনসহ অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতনক্রম (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯)
(১)	মহাপরিচালক	০১টি	টাঃ ২৯০০০-৩৫৬০০ (৩নং স্কেল)
(২)	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)	০২টি	টাঃ ২২২৫০-৩১২৫০ (৫নং স্কেল)
(৩)	উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন)	০৩টি	টাঃ ১৮৫০০-২৯৭০০ (৬নং স্কেল)
(৪)	সহকারী পরিচালক	০৭টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং স্কেল)
(৫)	পরিদর্শক	০৭টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং স্কেল)
(৬)	সহকারী প্রোগ্রামার	০১টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং স্কেল)
(৭)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং স্কেল)
(৮)	লাইব্রেরীয়ান-কাম ডকুমেনটেশন অফিসার	০১টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং স্কেল)
(৯)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১টি	টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)
(১০)	ব্যক্তিগত সহকারী	০৩টি	টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)
(১১)	স্টোরকিপার	০১টি	টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)
(১২)	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০২টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল) ..... টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪নং স্কেল) বিভাগীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সাপেক্ষ)
(১৩)	ক্যাশিয়ার	০১টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতনক্রম (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯)
(১৪)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল)
(১৫)	হিসাব সহকারী	০১টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল)
(১৬)	ড্রাইভার	০৪টি (আউট সোর্সিং)	...
(১৭)	ডেসপাস রাইডার	০১টি (আউট সোর্সিং)	...
(১৮)	এমএলএসএস	০৭টি (আউট সোর্সিং)	...
(১৯)	গার্ড/নাইট গার্ড	০৩টি (আউট সোর্সিং)	...
(২০)	ঝাড়ুদার	০২টি (আউট সোর্সিং)	...
	মোট=	**৫০ টি**	

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির নাম	অর্থ বিভাগ সুপারকৃত সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	জীপ	০৩টি	মহাপরিচালক-১, পরিচালক-২
(২)	মাইক্রোবাস	০১টি	প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য
(৩)	ফটোকপিয়ার মেশিন	০১টি	..
(৪)	কম্পিউটার	২০টি	..
(৫)	প্রিন্টার	১০টি	..
(৬)	স্ক্যানার	০১টি	..
(৭)	ফ্যাক্স	০১টি	..
	মোট-	**৩৭ (সাতত্রিশ) টি**	

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের স্মারক নং-মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ সংশোধন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সওব্য-৩ শাখার ১৬-০৩-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮ সংখ্যক পরিপত্রের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আঃ খালেক মিঞা
সহকারী সচিব (মাদ্রাসা)।

শিল্প মন্ত্রণালয়
বিবিওবয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জুন ২০১৪

নং ৩৬.০৬৮.০০৬.০৪.০০.০০৫.২০০৭/৮৪—বাংলাদেশ বয়লার পরিচারক বিধিমালা, ১৯৫৩ অনুযায়ী এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শকের সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বয়লার পরিচারক পরীক্ষক পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলো ঃ

বয়লার পরিচারক পরীক্ষক পর্ষদের গঠন ঃ

(১) প্রধান বয়লার পরিদর্শক - সভাপতি (পদাধিকারবলে)

(২) ডঃ এ. কে. এম. মঞ্জুর মোর্শেদ, সহকারী অধ্যাপক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। - সদস্য

(৩) জনাব ইদি আমিন সরকার, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এমটিএস বিভাগ, বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। সদস্য

(৪) জনাব মোঃ আহছান ছিদ্দিক, মহাব্যবস্থাপক (যন্ত্রকৌশল) বিএসএফআইসি সদর দপ্তর, চিনি শিল্প ভবন (৭ম তলা)। সদস্য

(৫) জনাব মোঃ শরাফত আলী, বয়লার পরিদর্শক, প্রধান বয়লার পরিদর্শক কার্যালয়, ঢাকা। সদস্য-সচিব

উক্ত পর্ষদ কলকারখানায় স্থাপিত বয়লারসমূহের এটেনডেন্টগণের উপযোগিতা যাচাই এর লক্ষ্যে সময়ে সময়ে পরীক্ষা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুর্নগঠিত এ পর্ষদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।

খন্দকার রফিকুল ইসলাম
উপ-সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
অফিস আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ জুলাই ২০১৪

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.৬৩.২০১১-১০২৯—যেহেতু জনাব এম এ জামসেদুর রহমান, যুগ্মশ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বর্তমানে যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) কলকারখানা

ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) ধারায় অভিযোগ আনয়ন করে একই বিধির ১১(১) ধারায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ১৩/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু বিষয়টি আরো খতিয়ে দেখার জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, অধিশাখা-৬-কে একই বিধিমালার ৭(২)(বি) ও (সি) উপ-বিধি মোতাবেক গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা "সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম জামসেদুর রহমান এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনার সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয় না এবং তিনি "নির্দোষ" মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেছেন।

সেহেতু প্রাপ্ত নথিপত্র, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত কর্মকর্তার মতামত বিবেচনায় জনাব এস এম জামসেদুর রহমান, যুগ্মশ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বর্তমানে যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা-কে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং শা-১০/অভিযোগ-২/০৯(অংশ-১)-১০২৮—যেহেতু জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক (প্রকৌশল), বর্তমানে শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) ধারায় অভিযোগ আনয়ন করে একই বিধির ১১(১) ধারায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ১৩/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু বিষয়টি আরো খতিয়ে দেখার জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, অধিশাখা-৬-কে একই বিধিমালার ৭(২)(বি) ও (সি) উপ-বিধি মোতাবেক গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা "সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শেখ আসাদুজ্জামান এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনার সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয় না এবং তিনি "নির্দোষ" মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেছেন।

সেহেতু, প্রাপ্ত নথিপত্র, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত কর্মকর্তার মতামত বিবেচনায় জনাব শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক (প্রকৌশল), বর্তমানে শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ঢাকা-কে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৪০.০১০.০৩৮.০১.০০.০৯৪.২০১০-১০৩০—যেহেতু জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল), বর্তমানে উপ-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) ধারায় অভিযোগ আনয়ন করে একই বিধির ১১(১) ধারায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ১৪/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু বিষয়টি আরো খতিয়ে দেখার জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, অধিশাখা-৬-কে একই বিধিমালার ৭(২)(বি) ও (সি) উপ-বিধি মোতাবেক গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা "সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনার সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয় না এবং তিনি "নির্দোষ" মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেছেন।

সেহেতু প্রাপ্ত নথিপত্র, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত কর্মকর্তার মতামত বিবেচনায় জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক (প্রকৌশল), বর্তমানে উপ-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর-কে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

মিকাইল শিপার
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/২১ মে ২০১৪

নং সবিম/শাঃ ৩/কপি-৩৭/২০০৮ (অংশ-১)/১৭২—কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর আওতায় মেধাস্বত্ব তথা সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র (ফিল্ম), শব্দ রেকর্ডিং, সম্প্রচার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন এবং পাইরেসির মাধ্যমে অডিও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি সফ্টওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রি বন্ধকল্পে সরকার নিম্নরূপভাবে একটি টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করল ঃ

আহ্বায়ক

(১) যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৩) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৪) প্রতিনিধি, মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

(৫) প্রতিনিধি, র‍্যাব ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব

(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

(৯) প্রতিনিধি, এলসিএস গিল্ড, বাংলাদেশ

(১০) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স এসোসিয়েশন।

(১১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি।

(১২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি।

(১৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কপিরাইট এন্ড আইপি ফোরাম

সদস্য-সচিব

(১৫) রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট, কপিরাইট অফিস।

২। **টাস্কফোর্সেস কার্যক্রমের পরিধি (TOR) হবে নিম্নরূপ ঃ**

(ক) কপিরাইট আইনের আওতায় মেধাসত্ব তথা সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র (ফিল্ম), শব্দ রেকর্ডিং, সম্প্রচার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন পাইরেসির মাধ্যমে প্রস্তুত, বিক্রি, বিতরণ ও সংরক্ষণের স্থানে অভিযান (অপারেশন) চালিয়ে পাইরেটেড অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, সফ্টওয়্যার ও এর প্লেট জব্দ করা এবং এর প্রস্তুত ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় সোপর্দ করা;

(খ) টাস্কফোর্স সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারি অফিস বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে;

(গ) টাস্কফোর্সের অধিক্ষেত্র হবে সমগ্র বাংলাদেশ।

৩। ১০ নভেম্বর ২০০৮ তারিখের সবিম/শাখা-৩/২-১/৯৮/৬৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৭ বৈশাখ ১৪২১/৩০ এপ্রিল ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩০.২০১২-৩৫৫—যেহেত ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক গোলাম কিবরিয়া (৩৮৫৪০), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্স, শিবপুর, নরসিংদী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক গোলাম কিবরিয়া (৩৮৫৪০), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবপুর, নরসিংদীকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৪-০৩-২০১১ ইং থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্টপতির আদেশক্রমে

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৩-৪৩২—যেহেতু ডাঃ মোঃ শামছুল আলম (১২৬৫৪২), মেডিকেল অফিসার, বসন্তপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, রাজবাড়ী, বাড়বাড়ী থানার মামলা নং-২১, তারিখ ১৫-০৭-২০১৩ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী) / ২০০৩ এর ১১ (গ) ৩০, জিআর-২৭২ / ১৩ এর চার্জশীটভুক্ত আসামী হিসেবে আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে গত ১৫-০৭-২০১৩ তারিখ জেল হাজতে গমন করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে ১৩-১০-২০১৩ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় বিজ্ঞ বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, রাজবাড়ী গত ২৯-০৯-২০১৩ তারিখের রায়ে তাঁকে মামলা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে ডাঃ মোঃ সামছুল আলম (১২৬৫৪২), মেডিকেল অফিসার, বসন্তপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, রাজবাড়ী এর ১৩-১০-২০১৩ তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়-কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/২ জুন ২০১৪

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১৫৭/২০০৮-৪৩৩—যেহেতু ডাঃ মাহমুদ রিয়াদ (কোড-১১৩৪৮৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (মেডিকেল অফিসার), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মাহমুদ রিয়াদ (কোড-১১৩৪৮৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (মেডিকেল অফিসার), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৫-০৬-২০০৮ ইং থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/১ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪০.২০১২-৪৩৮—যেহেত ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম (কোড-৩৯৬৯১), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কাউখালী, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এর দায়ে ০৪-০৯-২০১২ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪০.২০১২-৮৬০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম (কোড-৩৯৬৯১) প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কাউখালী, পিরোজপুর-কে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/২ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৮.২০১৩-৪৪৫—যেহেতু ডাঃ শাহরিয়ার মোঃ সাদেক (১০০৬৮৯৯৯), মেডিকেল অফিসার, লাউতা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বিয়ানীবাজার, সিলেট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ শাহরিয়া মোঃ সাদেক (১০০৬৮৯৯৯), মেডিকেল অফিসার, লাউতা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বিয়ানীবাজার, সিলেটকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৫-১১-২০০৯ ইং থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৫ আষাঢ় ১৪২১/৯ জুলাই ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৮.২০১২-৫৩৯—যেহেত ডাঃ গুল নেওয়াজ বেগম (৩৪৯০৪), প্রাক্তন লেকচারার, এনাটমি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ১৫-০৫-২০১২ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৮.২০১২-৪৭০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ গুল নেওয়াজ বেগম (৩৪৯০৪), প্রাক্তন লেকচারার, এনাটমি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়াাদী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০২-১১-২০০৮ ইং থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ মে ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪.২০১৪-৩১৭—যেহেতু ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৪৩৩৩৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৫-০২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪.২০১৪-১৬৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৫-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, তিনি এমএস (চক্ষু) কোর্সে ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে বিনাবেতনে ছুটির আবেদন করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্ব কোর্স সম্পন্ন না করলে তার ১ম ও ২য় পর্বের কোর্সসমূহ মূল্যহীন তথা বাতিল হয়ে পড়ত। তিনি এমএস (চক্ষু) শেষ পর্ব কোর্সে থাকাকালীন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে একজন রেসিডেন্ট চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পড়াশুনার পাশাপাশি হাসপাতালের বহিঃবিভাগে ও আন্তঃবিভাগে আগত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন। তিনি গত ২ বছর কোন ধরনের বেতন-ভাতা উত্তোলন করেননি।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৪৩৩৩৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ, ১৮ মে ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৭.২০১৩-৪২৩—যেহেতু ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৬৪৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৫-০২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৪.২০১৩-১৬৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রধান করেন এবং ১৫-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, তিনি Medical Law and Ethics ও Right and Privileges অনুযায়ী প্রাইভেট চেম্বারের রোগীর ব্যবস্থাপত্রে রোগী দেখার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ধরণের মেডিকেল সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তার পূর্বতন পদবী ব্যবহার করেছেন। সরকারি কোন কাজে তিনি পূর্বতন পদবী ব্যবহার করেননি। তিনি Late fee দিয়ে গত ০৭-০৭-২০১৩ তারিখে তার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করেছেন। তিনি আগামী ০৫-১১-২০১৪ তারিখ পিআরএল-এ গমন করবেন।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৬৪৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ, ২৮ মে ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০০.২০১৩-৪২৭—যেহেতু ডাঃ উজ্জল মিত্র (৪৩৯৫২), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), নিউনেটলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ১৬-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০০.২০১৩-২৬নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রধান করেন এবং ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ। তার মেরুদন্ডে দুবার অপারেশন করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেননি। শারীরিক অসুস্থতার স্বপক্ষে তিনি ডাক্তারী সনদ ও কাগজপত্র উপস্থাপন করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ উজ্জল মিত্র (৪৩৯৫২), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), নিউনেটলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুননীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁকে অবিলম্বে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ যোগদানের জন্য বলা হল।

তারিখ, ৮ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৫.২০১৩-৪৬৫—যেহেতু ডাঃ মোঃ আবুল ফারেজ (৩৮৫০৮), ডেপুটি সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২০-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৫.২০১৩-৩২নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রধান করেন;

যেহেতু, আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আবুল ফারেজ (৩৮৫০৮), ডেপুটি সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

তারিখ, ৯ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫১.২০১৩-৪৬৯—যেহেত ডাঃ মোঃ আজমল হক (১০১৭৪৪৯), ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), সদর হাসপাতাল, লালমনিরহাট (প্রাক্তন আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পীরগঞ্জ, রংপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৬-১১-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫১.২০১৩-৯৮৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত জ্ঞাপন করেন;

এক্ষণে সেহেতু, ডাঃ মোঃ আজমল হক (১০১৭৪৪৯), ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, লালমনিরহাট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

এক্ষণে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৯ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৯.২০১৩-৪৭১—যেহেত ডাঃ শিশির রঞ্জন দাস (৩৮৭৮০), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), নিউনেটলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (সহকারী অধ্যাপক, নিউনেটলজি বিভাগ হিসেবে এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেটে বদলির আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু উক্ত বিভাগীয় মামলায় ডাঃ শিশির রঞ্জন দাস (৩৮৭৮০) এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত করা এবং ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে উক্ত বেতন প্রাপ্য হবেন না মর্মে দণ্ডাদেশ আরোপ করা হয়।

যেহেতু উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ডাঃ শিশির রঞ্জন দাস (৩৮৭৮০) কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবরে আপীল আবেদন দায়েরের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর আপীল আবেদন মঞ্জুর করতঃ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত ও ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে উক্ত বেতন প্রাপ্য হবেন না মর্মে আদেশ প্রদান করেছেন;

এক্ষণে ডাঃ শিশির রঞ্জন দাস (৩৮৭৮০), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), নিউনেটলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে ৫(পাঁচ) বছরের পরিবর্তে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে এ বেতন প্রাপ্য হবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/২৮ মে ২০১৪

নং স্বাপকম/শৃঙ্খলা-২/অভি-২১/২০০৭-১৭৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর কক্সবাজার-কে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন(পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর কক্সবাজার-কে সরকারি চাকুরি হতে 'বরখাস্ত (Dismissal from Service)' করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৭-০৯-২০০৫ থেকে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

তারিখ, ২৮ চৈত্র ১৪২১/১১ এপ্রিল ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১২.২০১২-১৭৫—যেহেতু ডাঃ মোঃ আরিফ উল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার (পরিবার কল্যাণ), লোহাগড়া, চট্টগ্রাম গত ০৯-০৯-২০০০ হতে ১১-০৯-২০০০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩(তিন) দিন নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণ করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১২-০৯-২০০০ তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরিতে অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় বিএসআর (পার্ট-১) এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি আপনা আপনি অবসান ঘটেছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারী করা হবে না মর্মে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানো আদেশ জারীর প্রস্তাব মাহমান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ মোতাবেক ডাঃ মোঃ আরিফ উল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার (পরিবার কল্যাণ), লোহাগড়া, চট্টগ্রাম এর চাকুরি অবসান (Ceased) করা হলো।

ডাঃ মোঃ আরিফ উল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার (পরিবার কল্যাণ), লোহাগড়া, চট্টগ্রাম এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১২-০৯-২০০৫ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/৩ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০২.২০১৩-১৮২—যেহেতু, ডাঃ শাম্মীর আহমেদ (১২২১৭১), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও ০১-১০-২০১০ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন, তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন The Bangladedh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(c) অনুযায়ী ডাঃ শাম্মীর আহমেদ গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে ৬ মাস মেয়াদে এডহক নিয়োগপ্রাপ্ত। কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি। কাজেই সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(বি) বিধি অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে শাস্তি আরোপ করতে পারে বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছে;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ শাম্মীর আহমেদ (১২২১৭১), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির ০১-১০-২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১১.২০১৩-১৭৭—যেহেতু ডাঃ আবুল খায়ের মোঃ সালাহ উদ্দিন ভুইয়া (১২১৭৯৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে সেহেতু, ডাঃ আবুল খায়ের মোঃ সালাহ উদ্দিন ভুইয়া (১২১৭৯৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারী হওয়ার তারিখ থেকে ১ (এক) বৎসর সময় পর্যন্ত স্থগিত করা হল। ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে এ বেতন প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ৩০ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৪৩.০২২.০০.০০.০০৪.২০১৩-৩৭৭—যেহেতু ডাঃ রাশেদ আল মামুন (১০২৭২৮২), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিধিবহির্ভূতভাবে সিভিল সার্জন, ঝিনাইদহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন;

২। এক্ষণে সেহেতু তাকে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিধিবহির্ভূতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

৩। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ মে ২০১৪

নং জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)/১৪৩—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-০৯-২০১২ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮/২০০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত হার্বাল ঔষধ এডভাইজরী কমিটি যা অত্র মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৪-২০১৪ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)/৮৫ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাব-কমিটি হিসেবে ঘোষিত হয় উক্ত টেকনিক্যাল সাব কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হ'ল ঃ

সভাপতি

(১) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর, ঢাকা

(৩) চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৪) চেয়ারম্যান, ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৫) চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) চেয়ারম্যান, ফার্মাকোলজী বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৭) যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৮) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৯) সহকারী অধ্যাপক, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা।

(১০) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা

(১১) বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।

(১২) বাংলাদেশ হার্বাল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি।

(১৩) বাংলাদেশ হার্বাল মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(১৪) পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত, প্রচলিত ও ব্যবহৃত হার্বাল ঔষধ বাংলাদেশে আমদানি, উৎপাদন ও বাজারজাতের নিমিত্ত নিবন্ধনের আবেদনসমূহে উল্লিখিত ঔষধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা মূল্যায়ন এবং সুপারিশ প্রদান;

(খ) হার্বাল ঔষধ এ্যাডভাইজরী কমিটির সুপারিশ ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির অনুমোদন গ্রহণের পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করতে হবে;

(গ) হার্বাল ফার্মাকোপিয়া প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) হার্বাল ঔষধ এডভাইজরী কিমিট ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহিম
উপ-সচিব।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ জুন ২০১৪

নং ৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪-২৪৮—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের জন্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি Action কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(ক) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(খ) পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকা।

(গ) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(ঘ) পরিচালক, নিমিউ, মহাখালী, ঢাকা।

(ঙ) পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(চ) লাইন ডাইরেক্টর, ইএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(ছ) পরিচালক (প্রশাসন), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরানবাজার, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(জ) সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) প্রান্তিক ব্যবহারকারীর চাহিদার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিতকরণ;

(২) সিএমএসডি এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনায় অব্যবহৃত বাক্সবন্দী যন্ত্রপাতি দ্রুত স্থাপনে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) সিএমএসডিতে এবং অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা ২,৯০,২২,০০০ পিস কনডম এবং ২৬,০০০ টি মশারিসহ বিভিন্ন ঔষধপত্র ও সরঞ্জামাদি দ্রুত প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) কমিটির অন্যান্য সুপারিশ বাস্তবায়ন;

(৫) কাজের অগ্রগতি প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা গ্রহণ;

(৬) প্রাথমিকভাবে কমিটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) মাস। প্রয়োজনে কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেজওয়ানুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ জুন ২০১৪

নং স্বাপকম/চিশি-১/কুর্মিটোলা জেঃ হাসঃ-০১/২০১৪-৩৩৮—আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকগণকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও ইন্টার্নী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তির বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(ক) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(খ) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি

(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি

(চ) ডিজিএমএস-এর একজ প্রতিনিধি

(ছ) এএফএমসি-এর একজন প্রতিনিধি

(জ) সেনা সদর চিকিৎসা পরিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

(ঝ) আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন-এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(ঞ) পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল।

২। উক্ত কমিটি আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সমঝোতা স্মারক চুক্তির বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহফুজা আকতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৭ জুলাই ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৬.১৪-৫৬২—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ, বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তরে রির্পোটকৃত এর বিরুদ্ধে গত ২২-০৩-২০১৪ তারিখে ৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের বুঝিয়ে দেয়ার সময় গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই এমদাদ কর্তৃক পছন্দমত গাড়ী না পেয়ে নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত কাগজপত্র ছিড়ে ফেলা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের জামার কলার ধরে টানা-হেঁচড়া করা ও কিলঘুষি মারা, কোমরে থাকা পিস্তল ও পুলিশের পোশাক দেখিয়ে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করা ইত্যাদি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ওসি, মামলা নিতে অস্বীকার করা মামলা নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উল্লিখিত বিষয়ে মামলা গ্রহণের জন্য গত ২৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ) টেলিফোনে তাঁকে নির্দেশনা প্রদান করা সত্বেও মামলা গ্রহণ না করা, ভিকটিম কর্তৃক মামলা করার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ২৭-০৩-২০১৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০. ০৯৮.০৮.০০১.১৩-১৩৫ নম্বর স্মারকে তাঁকে পুনরায় নির্দেশ দেয়া হয়। তথাপি তিনি এএসআই এমদাদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়ার প্রয়োজনীয় নির্দেশ না দিয়ে সরকারি নির্দেশ অমান্য করাসহ একজন ভিকটিম কর্তৃক স্বাভাবিক আইনী প্রতিকার চাওয়ার মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছেন বিধায় উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হলে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জবাব দাখিল না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতির' অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরন ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এক্ষেত্রে 'গুরুদণ্ড' প্রদান যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হওয়া সত্বেও অপেক্ষাকৃত জুনিয়র কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের 'নির্দেশ' বা 'চাপ' তাঁকে মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করতে বাধ্য করে থাকতে পারে যা শুনানীকালে স্পষ্ট হওয়ায় তাঁকে 'গুরুদণ্ডের' পরিবর্তে উল্লিখিত অভিযোগে 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা বিবেচনাপ্রসূত হবে বলে প্রতীয়মান।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ, (বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তরে রিপোর্টকৃত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে এই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক 'টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে' নামাইয়া দেওয়ার (উল্লেখ্য তাঁর বেতন স্কেল ২২,২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০/- মূল বেতন ২৪,৯৫০/-) দন্ড প্রদান প্রদান করা হল। এই লঘুদণ্ড আগামী ২(দুই) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। এই সময়কালে তাঁর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment) বন্ধ থাকবে। দণ্ডের মেয়াদ শেষে স্বাভাবিক নিয়মে তিনি বেতন সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৩/২০১১-৫৬৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (সদর), আরএমপি, রাজশাহী, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ-কে অবহিত না করে অন্যায় লাভের উদ্দেশ্যে ফোর্সসহ রাজপাড়া থানাধীন ভাটাপাড়া মিঠুর মোড়ে জনৈক ডাঃ আব্দুর রফিক বসুনিয়ার বাড়িতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে ৪ ট্রাক অবৈধ ইন্ডিয়ান রসুন মজুদ রাখার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত ডেকে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুমকিসহ ভয়ভীতি দেখিয়ে ১,০০,০০০ (এল লক্ষ) টাকা গ্রহণ করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতির' অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, তদন্ত রিপোর্ট, সাক্ষ্য প্রমাণ, জবানবন্দী ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হল। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এখতিয়ার বিহীনভাবে এধরনের কথিত অবৈধ পণ্যসামগ্রী উদ্ধারের নাম করে অভিযোগকারীর বাসস্থানে যান। তাঁর অধস্তন কর্মকর্তা ও উক্ত কথিত উদ্ধার অভিযানে সাহায্যকারী এসআই মাসুদ রানা অভিযোগকারী ডাঃ বসুনিয়া থেকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন মর্মে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে জানাজানি হওয়ার ফলে টাকাটি অভিযোগকারীকে ফেরত দেয়ার প্রমাণও প্রতিবেদনে উল্লেখিত আছে। অসৎ উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত কর্তৃক কথিত ভারতীয় রসুন উদ্ধারের নামে অভিযোগকারীর বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রমাণিত। তবে অভিযুক্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যিনি দায়ের করেছেন তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তিনি কোন সাক্ষ্য প্রদান করেনি। এতে মামলা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়াও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মামলা আনয়ন করা হয়েছিল তাও বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে অভিযুক্তকে Benefit of doubt প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে প্রতীয়মান।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (সদর), আরএমপি, রাজশাহী, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২৪-০৮-২০১১ তারিখের স্বম(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৩/২০১১-৬৯৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল। উল্লেখ্য তাঁর উপর আরোপিত দণ্ড শেষে স্বাভাবিক নিয়মে তিনি বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। এতদসংক্রান্তে আদেশ জারীর তারিখ থেকে উক্ত দণ্ড ৩(তিন) বছরের জন্য কার্যকর হবে।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

উপদেষ্টা বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ জুলাই ২০১৪

নং স্বঃমঃ/উঃ বোঃ/২/৯৭/৩৩—বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ৯ নং ধারার (২) ও (৩) উপ-ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্ত সরকার এ মন্ত্রণালয় হইতে ১২/১১/২০১৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং-স্বঃমঃ/উঃবোঃ/২/৯৭/২৯ পরিবর্তনপূর্বক নিম্নরূপ উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board) পুনর্গঠন করিলেন ঃ

সভাপতি

(১) জনাব জিনাত আরা, মাননীয় বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব এম, মোয়াজ্জাম হোসেন, মাননীয় বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

(৩) জনাব এম. এ. এন. ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। বর্ণিত বোর্ডের ৩ ক্রমিকে উল্লেখিত সদস্য জনাব এম. এ. এন. ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর ছুটিকালীন বিকল্প (Leave substitute) হিসাবে জনাব মোঃ আবদুল মাবুদ, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-কে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

৩। উপদেষ্টা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবর্গ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে এতদ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ জুলাই ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-২০২—কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি মডেল থানার মামলা নং-৪০, তারিখ ২৭-১১-২০১৩, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২)(অ)(আ)(উ)/১২ ধারার মামলাটিতে আসামি মোঃ শাহপরান (২০), পিতা মোঃ ইউনুস, সাং মুরাদনগর মধ্যপাড়া, থানা চান্দিনা, জেলা কুমিল্লা গং দাউদকান্দি থানাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কের ইলিয়টগঞ্জ বাজারের সিএনজি স্ট্যান্ডের সামনে গত ২৭-১১-১৩ তারিখে বেলা ১১.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপি ও জামায়েতে ইসলামী সহ ১৮ দলের অবরোধ পালনকারী ধৃত আসামিসহ ও অজ্ঞাতনামা ১০০/১৫০ জন রাস্তায় কাঠের গুড়ি, ইট ইত্যাদি ফেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় ও যানবাহনের গ্লাস ভাংচুর করে। তখন যান চলাচলের জন্য রাস্তার ব্যারিকেড অপসারণের চেষ্টা করলে উক্ত পিকেটাররা পুলিশের উপর জঙ্গী কায়দায় দেশীয় অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আক্রমন করে এবং জনমনে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটন করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২)(অ)(আ)(উ)/১২ ধারার অপরাধ করেছেন। আসামী মোঃ শাহ্পরান (২০), পিতা মোঃ ইউনুস, সাং মুরাদনগর মধ্যপাড়া, থানা চান্দিনা, জেলা কুমিল্লা গংদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-২০৩—কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি মডেল থানার মামলা নং-১৫, তারিখ ১২-০৮-২০১৩, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২)(ক)(খ)/১২ ধারার মামলাটিতে আসামি মোখলেছুর রহমান গং ০৫ লিটার প্রেট্রোল, ১ টি দিয়াশলাই, ২টি জর্দার কোটা সাদৃশ্য হাত বোমা, তিন কাটা বিশিষ্ট ধারালো ২০ টি টেটা, ০২ টি ছোরা ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাউদকান্দি থানাধীন ষোলপাড়া গ্রামস্থ আব্দুল লতিফ প্রকাশ জামাই লতিফ তাঁর শশুর মহিউদ্দিনের বসত বাড়ীর উঠানে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক ঘোষিত ১৩/১৪ আগস্টের হরতাল উপলক্ষে রাষ্ট্রের সম্পদ ভাংচুর এবং ধ্বংশযজ্ঞের পরিকল্পনা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২)(ক)(খ)/১২ ধারার অপরাধ সংঘটন করেছেন। আসামি মোখলেছুর রহমান (৪০), পিতা আঃ কাদের, সাং চরমাহমুদি (পাঁচআনি), থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা গংদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ৩ জুলাই ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-২০৪—কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার মামলা নং-১০, তারিখ ০৯-১২-২০১৩, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২)(অ)(ই) /১০/১১/১২ ধারার মামলাটিতে গত ৯-১২-২০১৩ তারিখ অনুমান ৪০:৩৫ ঘটিকার সময় বারেরা ফুলগাছ তলা নামক স্থানে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক আহুত হরতাল সমর্থক আসামীগণসহ ৩০/৩২ জন জামায়াত শিবির কর্মী অতর্কিতভাবে একটি ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো ট-১৪-৫৪৩৭ আক্রমন করতঃ পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং স্বাভাবিক যানবাহন চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী ২০১৩) এর ৬(২)(অ)(ই)/১০/১১/১২ ধারার অপরাধ করেছেন। আসামি হাবিবুর রহমান (৩৬), পিতা মিজানুর রহমান, সাং প্রজাপতি, থানা বুড়িচং, জেলা কুমিল্লা গংদের বিরুদ্ধে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ জুন ২০১৪

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-১)-৪৬৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হল। তিনি জনাব মোঃ সবুর খান-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-১)-৪৬৯—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ঝ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-কে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক-এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হল। তিনি জনাব ওমর ফারুক-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুলতানা ইয়াসমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-৩৭/২০১৪-১২২০—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আব্দুস সাত্তার তালুকদারকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

আদেশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং আর-৬/৭এন ৪০/২০১৪-১২৪৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট আফসানা ওয়াহাব (ফেরদৌসী), স্বামী আব্দুল ওয়াহাব, মাতা-মৃত সফুরা সালেহকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-০৮/২০১৪-৪৭০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজীম মজুমদার,

পিতা মৃত এ, এন, এম, আব্দুর গফুর মজুমদার, মাতা নুরজাহান বেগম, ঠিকানা ২য় কান্দিরপাড়, হোল্ডিং নং-৫৬২, লাকসাম রোড, কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৮নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মুহাম্মাদ লুৎফুল মজীদ নয়ন
সিনিয়র সহকারী সচিব (ভারপ্রাপ্ত)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৬৩-বিচার-৩/১পি-০১/২০০৪—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, শৃংখলা বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী বিদ্যমান বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রান্তিকালীন সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ১ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ০১(এক) বছরের জন্য জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক, অতিরিক্ত জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক ও যুগ্ম জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত বিধিমালার তফসিলের প্রথম অংশে উল্লিখিত জেলা জজ/অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদের বিপরীতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিম্নরূপভাবে শিথিল করল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, শৃংখলা বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ বিধির উপ-বিধি (৪) এর আলোকে শিথিল করতঃ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারক	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারক পদে ১(এক) বৎসর ৬(ছয়) মাসের অভিজ্ঞতাসহ সর্বমোট ১৫ (পনের) বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(২)	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচারক	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ৬(ছয়) মাসের অভিজ্ঞতাসহ সর্বমোট ০৮ (আট) বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৩)	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ৬(ছয়) মাসের অভিজ্ঞতাসহ সর্বমোট ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।

রাষ্টপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।